আমলা থেকে সাবধান

জয়ন্ত আচার্য

ব্যুরোক্রেট শব্দের বাংলা আভিধানিক অর্থ আমলা। সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েভার প্রথম আমলাতন্ত্রের কার্যক্রম নিয়ে বিশ্লেষণ করেন। এ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি আমলাদের গতিবিধি ও কার্যক্রম নিয়ে সতর্ক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। গত এক যুগ ধরে এ দেশের রাজনীতিতে আমলারাই আলোচনার কেন্দ্রে। সরকারের ভেতর থেকে তারা বর্ণচোরার মতো আচরণ করেছেন। কখনও অতি উৎসাহী হয়ে রাজনৈতিক সরকারের চাটুকারিতা করেছেন। সুযোগ বুঝে বিরোধী শিবিরে হাত মিলিয়েছেন। মন্ত্রীরাও কখনও হয়ে উঠেছেন তাদের নিয়ামক। তারা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের উপেক্ষা করে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলেছেন। এ কারণে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পাঁচ ডক্টর সচিব অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠেন। কার্যত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলে রাষ্ট্র চালানোর দায়িত্ব নেন। এ সরকারের আমলে চার ডক্টর সচিব একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। যদিও এখন তাদের দিন ভালো যাচ্ছে না। সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব নূরুল ইসলামকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়ার পর প্রশাসনে বেশ আতঙ্ক চলছে। এ সরকারের সময়ের সুবিধাভোগী অতি উৎসাহী আমলারা বেকায়দায় রয়েছেন। আরো কয়েকজন রয়েছেন অপসরণের তালিকায়। অন্যদিকে এ সরকারের আমলে জামায়াত তার সমর্থক আমলাদের নিয়ে এসেছে উপযুক্ত জায়গায়। তারা সুকৌশলে নীরবে প্রশাসনকে জামায়াতীকরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

ব্রিটিশ আমলে এদেশে আধুনিক আমলাতন্ত্রের গোড়াপত্তন ঘটে। ব্রিটিশ শাসকেরা প্রথম কোম্পানির কাজ করার জন্য রাইটার নিয়ে আসে। প্রশাসনের কাজ করার জন্য সিভিল সার্ভেন্টের বিকাশ ঘটায়। পরে এই সিভিল সার্ভেন্টরাই ব্রিটিশ আমলে শাসন ব্যবস্থার স্তম্ভ হয়ে ওঠে। জনগণের সঙ্গে সম্পর্কহীন জবাবদিহিহীন এ প্রশাসনের কাজ ছিল কেবল ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থ রক্ষা করা। পাকিস্তান আমলেও ব্রিটিশের আমলাতন্ত্রই বহাল থাকে। স্বাধীন পাকিস্তানে আমলারা থাকেন জনবিচ্ছিন্ন, সুযোগসন্ধানী। বরং পাকিস্তানি আমলের শুরুতেই কেন্দ্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অযোগ্যতার সুযোগে আস্তে আস্তে কেন্দ্রে আমলারা ক্ষমতা দখল করতে থাকেন। ব্রিটিশ আমলা গোলাম মোহাম্মদ খাজা নাজিমুদ্দীনের হাত থেকে গভর্নর পদ দখল করে নেন। পরে গণপরিষদ ভেঙে দিয়ে সমস্ত ক্ষমতাই করায়ত্ত করেন। এর পরবর্তী পর্যায় ছিলো আরেক আমলার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ দখলের ঘটনা। আমলা চৌধুরী মুহাম্মদ আলী শুধু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর হলেন না, তিনি পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নে ও দেশ শাসনে আমলাদের কর্তৃত্ব নিশ্চিত করলেন। আইয়ুব খানের সামরিক অভ্যুত্থানের পর ভেঙে পড়লো রাজনৈতিক কাঠামো। জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রশাসনে সামরিক ও বেসামরিক আমলারাই রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করতে লাগলেন। দেশ স্বাধীনের পর রাজনৈতিক ব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগে পাকিস্তানি কাঠামো গড়ে ওঠা আমলারা আরো সুকৌশলী হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে নেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু সরকার আমলাদের পরামর্শে বাকশাল কায়েম করেছিলেন বলে জানা যায়। তখন অনেক আমলা পান গভর্নরের পদ। জিয়া, এরশাদ সরকারের আমলে সামরিক, বেসামরিক আমলারা সবচেয়ে সুবিধাভোগী হয়ে ওঠেন। হন ক্ষমতা, বিত্তের মালিক। সুযোগ বুঝে সামরিক সরকারের কাছ থেকে সরে এসেছেন। পতন নিশ্চিত করেছেন।

৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পর একটি গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। গণতান্ত্রিক সরকারের সুবিধাবঞ্চিত আমলারা শেষ পর্যায়ে এসে হাত মেলান বিরোধী শিবিরে। তারা বিভিন্নভাবে সরকারকে অজনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করেন। সর্বশেষ জনতার মঞ্চে উঠে এসে সরকারের পতন নিশ্চিত করেন। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে জনতার মঞ্চের অন্যতম পুরোধা মহিউদ্দীন খান আলমগীরকে প্রধানমন্ত্রীর সচিব করা হয়। পরে তিনি পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রীর পদ পান। পুরো আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জনতার মঞ্চের আমলারা প্রতাব নিয়ে চলেন। পাঁচ ডক্টর সচিবই প্রশাসন চালানোর দায়িত্ব নেন। এক সচিব কেবিনেট মিটিংয়ে মন্ত্রীকে গালি দেন। এনিয়ে শুরু হয় তোলপাড়। মূলত আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ দিকে সচিবরাই আওয়ামী লীগকে হঠকারী বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করেন।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আবার আমলারা একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এবার এগিয়ে আসেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় প্রভাবশালী আমলারা। তারা জোট সরকারকে বোঝাতে চেষ্টা করেন জোটকে ক্ষমতায় তারাই নিয়ে এসেছেন।

> নূরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ৩০ এপ্রিলের আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচার করতে গিয়েছিলেন বলে সরকার বলছে। দুর্নীতি দমন ব্যুরো তথ্য পাচারে অভিযোগে নূরুল ইসলাম, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তেজগাঁও থানায় মামলা করেছে। সরকার বলছে, তার সঙ্গে আরো কয়েকজন সচিব, উপসচিব জড়িত। তাদেরই অপসারণের প্রক্রিয়া চলছে। তাহলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, এ সচিবেরাই তো এতোদিন জোট সরকারের সমর্থক বলে ফায়দা লুটেছেন। চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছেন

বিএনপি এ প্রভাবশালী আমলাদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসায়। গোপন অধ্যাদেশের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির ১০ ভাগ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের বিষয়টি বাতিল করা হয়। ফলে অবাধে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। হিড়িক পড়ে যায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে। দুই শতাধিক আমলাকে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। তারমধ্যে ৩৫ জন সচিব চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পায়। নিজেদের জোটের সমর্থক বলে প্রমাণ করার জন্য। ফলে ভেঙে পড়ে প্রশাসনে পদোন্নতির প্রক্রিয়া। এ সুযোগ নেয় জামায়াত। প্রশাসনে জামায়াতীকরণ করতে জামায়াত প্রথম থেকে পরিকল্পিতভবে অগ্রসর হয়। জামায়াতের দুই মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মুজাহিদ সচিবালয়ের ভেতরে থেকে নেপথ্য ভূমিকা পালন করেন। আইনশৃঙ্খলার সঙ্গে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে জামায়াতপন্থী এক সচিবকে নিয়ে আসা হয়। তার সঙ্গে হাত মেলান শিক্ষার সঙ্গে জড়িত এক সচিব। দুই সচিব মিলে প্রশাসনে জামায়াতের একটি শক্ত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন। এরাই মূলত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় জেলা, উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনকে জামায়াত বলয়ে সাজাতে চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিগত আড়াই বছর এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে জামায়াতের বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনের কর্মকর্তারা এগিয়ে চলেছেন। জানা গেছে প্রশাসনকে জামায়াত বেশ ভালো ভাবেই সাজিয়েছে। এই নেটওয়ার্কই বিএনপিকে অজনপ্রিয় করার নীল নকশা করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে শিক্ষার সঙ্গে জড়িত সচিব প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে বিরত থাকায় চুক্তি নবায়ন হয়নি। এখন তিনি বেশ বেকায়দায় রয়েছেন।

সরকার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব নূরুল ইসলামকে অব্যাহতি দিয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তার সঙ্গে আরো পাঁচ সচিবকে অপসারণের প্রক্রিয়া চলছে। জানা গেছে, নূরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ৩০ এপ্রিলের আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচার করতে গিয়েছিলেন বলে সরকার বলছে। দুর্নীতি দমন ব্যুরো তথ্য পাচারে অভিযোগে নূরুল ইসলাম, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তেজগাঁও থানায় মামলা করেছে। সরকার বলছে, তার সঙ্গে আরো কয়েকজন সচিব, উপসচিব জড়িত। তাদেরই অপসারণের প্রক্রিয়া চলছে।

তাহলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, এ সচিবেরাই তো এতোদিন জোট সরকারের সমর্থক বলে ফায়দা লুটেছেন। চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছেন। অনেকে অভিযোগ করেছে, তারা সরকারের খারাপ অবস্থা দেখে ভোল পাল্টাতে চেয়েছে।

এদেশে আমলাদের চরিত্র এমনই হয়ে উঠেছে। তারা সরকারি সুযোগ-সুবিধা পেতে অতি উৎসাহী হয়ে উঠছেন। আবার খারাপ অবস্থা দেখলে বিরোধী শিবিরে হাত মিলাচ্ছেন। আমলারা মূলত আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের অদক্ষতার সুযোগ নিয়েই ফায়দা লোটার চেষ্টা করছেন। রাজনৈতিক নেতারাই তাদের সুযোগ করে দিচ্ছে। কারণ ক্ষমতায় গিয়ে রাজনৈতিক নেতারা রাষ্ট্র পরিচালনায় নয়, আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আমলারা রাজনৈতিক নেতাদের অনুৎসাহিত না করে তাদের মদদ যোগান। সময় মতো বিপদে ফেলে দেন।

আমাদের কাজ গণতান্ত্রিক সরকারকে রাষ্ট্র পরিচালনায় সহযোগিতা করা অথচ তারাই এখন হয়ে উঠেছে নিয়ন্ত্রক। উল্টো মন্ত্রীদের শুনতে হচ্ছে সচিবের কথা। আমলা থেকে ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে তাদের তুষ্টি হচ্ছে না। আমলা থাকা অবস্থায় গুছিয়ে নিচ্ছে নির্বাচনী এলাকা। তারপর সখ্যতা গড়ে তুলছে ক্ষমতায় যেতে পারে এমন দলের সঙ্গে। নির্বাচন করে সাংসদ হচ্ছেন। মন্ত্রীও হচ্ছেন। আজীবন পাচ্ছেন ক্ষমতার স্বাদ। মূলত দেশের রাজনৈতিক নেতাদের ব্যর্থতার সুযোগ নিচ্ছেন আমলারা।

এ কারণে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের আরো দক্ষ হতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে আমলাদের কাছ থেকে।